মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আয়োজিত
জাপানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে-এর সম্মানে নৈশভোজ

ভাষণ

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শনিবার, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জাপানের মান্যবর প্রধানমন্ত্রী মি. শিনজো অ্যাবে,
ম্যাডাম আকি অ্যাবে,
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গীগণ,
সহকর্মীবৃন্দ,
সংসদ সদস্যবৃন্দ,
সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম এবং Very Good Evening to you all.

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে, ম্যাডাম অ্যাবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গীদের বাংলাদেশে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার জাপান সফরের অতি অল্প সময়ের মধ্যে আপনার এই সফরে আমি আনন্দিত।

গত মে মাসে জাপান সফরকালে আমাকে এবং আমার সফরসঙ্গীদের যে উষ্ণ আতিথেয়তা প্রদান করেছেন তার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আমি গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জাপানের জনগণ এবং সরকারের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথা স্মরণ করছি। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাপান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। স্বাধীনতার পর পরই যেসব দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল জাপান তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

১৯৭৩ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক জাপান সফরের মাধ্যমে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হয়েছিল।

সুধিবৃন্দ,

আজ বিকেলে জাপানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে আমার ফলপ্রসু আলোচনা হয়েছে। আমরা দু'দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণের উপায় নিয়ে আলোচনা করেছি। পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা একমত হয়েছি।

সম্মানিত অতিথি,

আপনি অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। রূপকল্প-২০২১-কে ভিত্তি করে আমার সরকার বাংলাদেশকে উন্নয়নের এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমাদের লক্ষ্য, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই অগ্রযাত্রায় জাপান আমাদের বিশ্বস্ত ও সক্রিয় অংশীদার হয়ে থাকবে।

বর্তমানে জাপান বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। এশীয় প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশ এজন্য বিশেষভাবে গর্বিত।

সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী,

আমি আনন্দিত যে, একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বাণিজ্য প্রতিনিধিদল আপনার সফরসঙ্গী হিসেবে বাংলাদেশ সফর করছেন। আজ বিকেলে তাঁদের কয়েকজনের সাথে আমার সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় হয়েছে। আমি খুশি যে, তাঁরা আজ একটি বাণিজ্য ফোরামেও যোগদান করেছেন।

আমরা জাপানের জন্য একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের বিষয়ে কাজ করছি। যেখানে জাপানী বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

আমাদের উভয় দেশই বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ শান্তিমিশন এবং শান্তিস্থাপন কার্যক্রমেও আমরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে, আপনার মহান নেতৃত্বে আগামী দিনগুলোতে দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্ব এবং সুসম্পর্ক অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাবে। 'সমন্বিত অংশীদারিত্ব' (Comprehensive Partnership) নীতির উপর ভিত্তি করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব।

আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ম্যাডাম অ্যাবে এবং আপনার সফরসঙ্গীদের আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আপনার সাফল্য, সুস্বাস্থ্য ও সুখ এবং জাপানের জনগণের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বাংলাদেশ-জাপান মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক।